বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
সভা শাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ
www.idra.org.bd

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: ড. এম. আসলাম আলম, চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
স্থান	: কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষ - ১
সভার তারিখ	: ১৩ মার্চ ২০২৫
সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির ১৬ (ষোলো) জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি বীমা খাতের বর্তমান পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

১.০ সভাপতি বলেন বীমা খাতকে গভীর সমস্যা থেকে উত্তরণের নিমিত্ত বীমাখাত নিয়ন্ত্রক ও বীমাকারীসহ সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (বি আই এ) এর সম্মিলিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। সভাপতি আরও বলেন , বৃহৎ পরিসরে কমিটির সকল সদস্যদের নিয়ে সভা আয়োজন সর্বদা সুবিধাজনক না হওয়ায় , প্রয়োজনে সময়ে সময়ে বিআইএ এর কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করা যেতে পারে। যেহেতু মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিমিত্ত বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেহেতু বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণ থাকার যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র অংশীজনদের বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে রাখা যায় কিনা তা বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের সদস্যদের আচরণবিধি নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং সদস্যগণ আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তি এবং প্রয়োজনে সদস্যপদ বাতিল করা যেতে পারে। তিনি আরো জানান যে, বীমা সংশ্লিষ্ট গবেষণা করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে । সভাপতি এসোসিয়েশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বীমা খাতকে এগিয়ে নেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে বিআইএ-এর প্রতিনিধিদের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

২.০ সভাপতির অনুরোধক্রমে পর্যায়ক্রমে বিআইএ এর সদস্যগণ বক্তব্য রাখেন । বিআইএ এর সদস্যদের বক্তব্যে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ ব্যক্ত করা হয়:-

২.১ বীমা কোম্পানীসমূহের নিবন্ধন নবায়নের পূর্বে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন হতে ছাড়পত্র নেয়া যেতে পারে ।

২.২ বীমা খাত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে ।

২.৩ পুনঃবীমার ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট প্রত্যাহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এন বি আর) এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২.৪ বীমা খাতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ জোরদার করা যেতে পারে।

২.৫ সরকার এর সাথে আলোচনা করতঃ বীমা সংশ্লিষ্ট যেসকল আইনে অসামঞ্জস্যতা আছে সেগুলো সংশোধন করা।

২.৬ বীমা শিল্পে আস্থার সংকট ফেরানোর সর্বোত্তম উপায় হিসেবে বীমা দাবি নিষ্পত্তি করা ।

২.৭ দেশে এ্যাকচুয়ারি এর সংকট থাকায় এ্যাকচুয়ারি তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২.৮ IFRS 17 এবং Solvency Margin Guideline অনুসরণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

২.৯ বীউনিক কর্তৃক জারিকৃত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সম্পর্কিত সার্কুলারের স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন ।

২.১০ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন পুনঃবীমার টাকা প্রদান না করায় সংগঠিত জটিলতার সমাধান প্রয়োজন।

৩.০ সদস্যগণের বক্তব্যের পর বিআইএ এর নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জনাব সাঈদ আহমেদ, বিআইএ এর নবনির্বাচিত কমিটিকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য এবং বিআইএ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের সকল সদস্যসহ উপস্থিত থাকার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আইন প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন না করতে পারলে সেই আইন প্রণয়ন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। তিনি বিআইএ এর সাথে আলোচনাপূর্বক আইন করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সবাই মিলে কিভাবে আইন বাস্তবায়ন করা যায় সেই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এছাড়াও সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সহ সভা করার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন।তিনি আরও বলেন লাইফ বীমা সেক্টরে যোগ্য মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা খুঁজে পাওয়া যায় না;জাল সার্টিফিকেট দোষে সেক্টর দুষ্ট । সেক্ষেত্রে একাধিক অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

৪.০ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বীউনিক)-এর সদস্য (লাইফ) সভাকে জানান যে, যেহেতু তিনি এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছেন সেহেতু তিনি ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি বলেন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় বীমা খাতের সমস্যাবলি সম্পর্কে সম্পূর্ণরুপে অবগত এবং সকল সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট । তিনি সকলের সম্মিলিত কাজের মাধ্যমে বীমা খাতকে অগ্রসর করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৫.০ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য (নন-লাইফ) বলেন যে, বীমা খাতের দুরবস্থার আরেকটি কারণ ব্যাংকের উপর নির্ভরশীলতা। আস্থার সংকটের নিরসন হলে বীমা খাতে আগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। স্ট্যাম্প, ভ্যাট, ট্যাক্সজনিত উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বীমা করার জন্য নতুন নতুন পরিকল্প তৈরীর বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, জরিমানা করা বীউনিকের উদ্দেশ্য নয়, সংশোধন করাই বীউনিকের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন ট্যারিফ ভায়োলেশন ও প্রিমিয়াম সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার সমীচীন নয়।

৬.০ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সভার সভাপতি ড. এম. আসলাম আলম সমাপনী বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে ,

৬.১ বীমা খাতের সমস্যাসমূহ এককভাবে বীউনিক সমাধান করতে পারবে না; সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

৬.২ বীমা আইনের ত্রুটিসমূহকে চিহ্নিতকরণপূর্বক সংস্কার করতে হবে।

৬.৩ বীমা খাতের সমস্যাসমূহের মধ্যে আস্থার সংকট প্রধান। বীমা ব্যবসার জাল জালিয়াতি এবং শঠতা হতে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের।

৬.৪ বীমা সেক্টরে মোট ব্যবসার পরিধি বাড়েনি; শুধু কোম্পানীর সংখ্যা বেড়েছে। বীমা খাতের পরিধি দুইপ্রকারে বাড়ানো সম্ভব, যথাক্রমে: আইনগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে এবং কর্মদক্ষতার মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার মাধ্যমে বীমা খাতের সুনাম বৃদ্ধি করতে পারলে ব্যবসার পরিধি বাড়বে।

৬.৫ মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ যেখানে তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, পরবর্তীতে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ আইনে সেটি ঐচ্ছিক করা হয়েছে; তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি বীমা পুনরায় বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে ভালো প্রোডাক্ট প্রয়োজন।

৬.৬ শুধুমাত্র সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের উপর নির্ভর না করে ,নির্ভরতা হ্রাস করার নিমিত্ত বেসরকারি খাতে পুনঃবীমা কোম্পানী খোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৭.০ বীমা খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. এম আসলাম আলম
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

স্মারক নম্বর: ৫৩.০৩.০০০০.০০০.০১৬.০৬.০০০১.২৫. ২৫

তারিখ: ২৭/০৩/২০২৫

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): সদয় অবগতি/কার্যার্থে

১. নির্বাহী পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
২. পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
৩. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন।
৪. চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. সদস্যগণের সহকারী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সদস্য মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. অফিস কপি।

২৭/০৩/২০২৫
দ্বিতীয়া সুলতানা মীম
সহকারী পরিচালক (সভা)